# কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

## (Overview of the Performance ).

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের ( ৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ:**

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। স্বাধীনতা উত্তর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এখন ১.৩৭% দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে টিএফআর ২.৩ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬২.৪%। এছাড়া অপূর্ণ চাহিদার হার ১৩.৫% (বিডিএইচএস-২০১১) থেকে কমে ১২% (বিডিএইচএস-২০১৪) এবং ড্রপ আউট রেট ৩৫.৬% হতে ৩০% এ কমে এসেছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা গর্ভবর্তী সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার (৪৮% ) উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য "বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২" প্রণীত হয়েছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ : মাঠ কর্মীর স্বল্পতা, বাল্য বিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব।**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- স্বাস্থ্য বিধি মেনে আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা দেয়া অব্যাহত রাখা ;
- মহামারি কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা ;
- কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল সেবা কেন্দ্রকে পর্যায়ক্রমে কিশোর কিশোরী বান্ধব করা ;
- স্বাস্থ্য বিধি মেনে আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে নববিবাহিত ও এক সন্তানের দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মবিরতিকরণ বিষয়ে অবহিত করা ;
- স্বাস্থ্য বিধি মেনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ে একটি কার্যকরী মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থা জোরদার করা।

**ভাঙ্গুড়া উপজেলার *২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :**

- টিএফআর ২.১ হতে ২.০ এ নামিয়ে আনা।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনকারীর হার ৮৩% এ উন্নীত করা।
- অপূর্ণ চাহিদার হার ১২% হতে ১০%এ কমিয়ে আনা।
- এলএপিএম ২০% এ উন্নীত করা।
- প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বরা শতভাগ প্রসব সম্পন্ন করা।
- কিশোরী মাতৃত্বকে শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।